Bismillahir Rahmanir Rahim

# ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : 2nd volume, Kitabuj Jakat, 10 para

Page 394- 453.

# پاره – ١٠

# দশম পারা

## ٦- بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা

١٥٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَاَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ اَبِىْ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ قَالَ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى -

১৫৯০। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (বাইআতুর রিদওয়ানে) বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোন কাওম ( গোত্র ) যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তাদের জন্য এইরূপ দু'আ করতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদের উপর রহম কর।" একদা আমার পিতা তাঁর নিকট যাকাতের মালসহ উপস্থিত হলে তিনি (স) বলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন!"

## ٧- بَابُ تَفْسِيْرِ اَسْنَانَ الْاِبِلِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ উটের বয়স সম্পর্কে

حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ وَاَبِىْ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ اَبِىْ عُبَيْدٍ وَرُبَمَا ذَكَرَ اَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوْا يُسَمَّى الْحُوَارُ ثُمَّ الْفَصِيْلُ اِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُوْنُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ اِلٰى

تَمَامِ سَنَتَيْنِ فَاذَا دَخَلَتْ فِى الثَّالِثَةِ فَهِىَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ فَهُوَ حِقٌّ وَّحِقَّةٌ اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ لاَنَّهَا اسْتُحِقَّتْ اَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِىَ تَلْقَحُ وَلاَ يَلْقَحُ الذَّكَرَ حَتّٰى يُثْنٰى وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ لاَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ فَاذَا طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهِىَ جَذَعَةٌ حَتّٰى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِيْنَ فَاذَا دَخَلَتْ فِى السَّادِسَةِ وَاَلْقٰى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ ثَنِىٌّ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَاذَا طَعَنَ فِى السَّابِعَةِ سُمِّىَ الذَّكَرُ رُبَاعِيًّا وَالْاُنْثٰى رُبَاعِيَّةً اِلٰى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَاذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَاَلْقَى السِّنَّ السَّدِيْسَ الَّذِىْ بَعْدَ الرُّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسُدُسٌ اِلٰى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَاذَا دَخَلَ فِى التَّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ اَىْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِىْ طَلَعَ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الْعَاشِرِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اِسْمٌ وَلٰكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلٰثَةِ اَعْوَامٍ اِلٰى خَمْسِ سِنِيْنَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَالْجُذُوْعَةُ وَقْتٌ مِّنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُوْلُ الْاَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوْعِ سُهَيْلٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَاَنْشَدَنَا الرِّيَاشِىُّ شِعْرًا :

اِذَا سُهَيْلٌ اَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ + فَابْنُ اللَّبُوْنِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَ مِنْ اَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ + وَالْهُبَعُ الَّذِىْ يُوْلَدُ فِىْ غَيْرِ حَنِيْهِ ـ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি রায়্যাশী, আবু হাতিম ও অন্যদের নিকট হতে এই বর্ণনা শুনেছি এবং নাদর ইব্ন শুমায়েল ও আবু উবায়দের গ্রন্থে পেয়েছি, কোন কোন কথা তাদের একজনেই বলেছেন। তাঁরা বলেন, উটের বাচ্চাকে ( যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে) "আল-হাওয়্যার", 'আল্-ফাসীল ( যখন ভূমিষ্ঠ হয় ) ও বিন্ত মাখাদ ( যে বাচ্চা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে), আর তিন বছর বয়সে পদার্পণকারী বাচ্চাকে "বিনতে লাবূন" বলা হয়। অতঃপর উটের বয়স পূর্ণ তিন বছর হতে চার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বলা হয়, হিক্ক ও হিক্কাহ্। কেননা তখন হিক্কাহ বাহনের যোগ্য হয় বাচ্চা ধারণের উপযুক্ত হয় এবং যৌবনে পৌছে। কিন্তু হিক্কাহ ছয় বছরে না পৌছা পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং হিক্কাহকে 'তুরুকাতুল ফাহল'ও বলা হয়। কেননা ঐ সময় পুরুষ উট এর উপর কুঁদে পড়ে। অতঃপর

যখন তার বয়স পাঁচ বছরে পড়ে তখন তাকে জাযাআহ্ বলে এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এই নামেই আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর যখন তা ছয় বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের দাঁত উঠে তখন তাকে 'ছানা' বলে – ছয় বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর যখন তার বয়স সাত শুরু হয় তখন হতে সাত বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পুরুষ উটকে বলা হয় 'রুবাঈ' এবং স্ত্রী উষ্ট্রীকে বলা হয় 'রুবাইয়া'। অতঃপর তা যখন আট বছরে পদার্পণ করে তখন থেকে তাকে 'সাদীস্' বলে আট পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। যখন তা নয় বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে 'বাযিল্' বলা হয়। কারণ তখন তার কুঁজ নির্গত হতে থাকে। অতঃপর উট যখন দশ বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে 'মুখলিফ' বলে। এর পরে উটের আর কোন নামকরণ নাই। অবশ্য এর পরে তাকে এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল ; এক বছরে মুখ্লিফ, দুই বছরের মুখ্লিফ, তিন বছরের মুখলিফ, চার বছরের মুখ্লিফ এবং পাঁচ বছরের মুখলিফ বলা হয়ে থাকে। গর্ভবতী উষ্ট্রীকে 'হালাফা' বলে। আবু হাতেম বলেন, জুযূআহ্ হল কাল প্রবাহের একটা সময়, কোন দাঁতের নাম নয়। উটের বয়সের পরিবর্তন হয় সুহাইল (Canopus) তারকা উদিত হওয়ার সাথে সাথে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, আর-রিয়াশী আমাদেরকে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে শুনান (অর্থ) ঃ

"রাতের প্রথম প্রহরে যখন সুহাইল তারকা উদিত হল, তখন ইব্ন লাবূন হিক্কা হয়ে গেল এবং হিক্কাহ জাযাআহ্ হয়ে গেল। হুবা ছাড়া এমন কোন বয়স নাই যা (সুহাইল তারকা উদয় থেকে) গণনা করা যায় না, হুবা সেই উষ্ট্রী শাবককে বলা হয় যা সুহাইল তারকা উদয়কালে ভূমিষ্ঠ হয় না, বরং অন্য সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়।'

## ٨- بَابُ اَيْنَ تُصَدَّقُ الْاَمْوَالُ

### ৮. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাদের নিকট হতে কোন্ স্থানে যাকাত গ্রহণ করবে

١٥٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُم اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ -

১৫৯১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আমর ইব্ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী (যাকাত প্রদানকারীকে) দূরে টেনে নিবে না এবং যাকাতদাতা নিজের মাল দূরে সরিয়ে রাখবে না (যাতে লেনদেনে কষ্ট না হয়) ; আর তাদের যাকাতের মাল, তাদের ঘর-বাড়ি ব্যতীত অন্য কোথাও হতে গ্রহণ করা চলবে না।

١٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ فِىْ قَوْلِهِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ اَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِىْ مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ اِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ اَيْضًا لاَ يَجْنَبُ اَصْحَابُهَا يَقُوْلُ وَلاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِاَقْصٰى مَوَاضِعِ اَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ فِىْ مَوْضِعِهِ -

১৫৯২। আল-হাসান ইব্ন আলী য়াকূব ইব্ন ইব্রাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে ولاجلب ولاجنب সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থানের স্থানেই এগুলোর যাকাত দিতে হবে। আর যাকাত আদায়কারীর নিকট এগুলো নিতে হবে না এবং মালের যাকাত প্রদানকারীগণ এগুলো দূরে সরিয়ে রাখবে না। আর যাকাত আদায়কারী যাকাত দাতাদের নিকট হতে দূরেও অবস্থান করবে না, বরং চতুষ্পদ জন্তু যেখানে থাকে সেখান হতেই যাকাত আদায় করবে -- ( তিরমিযী, নাসাঈ )।

## ٩- بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

### ৯. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দিয়ে তা পুনরায় ক্রয় করা

١٥٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَّبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَاعَهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ -

১৫৯৩। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। অতঃপর তিনি তা বিক্রী হতে দেখে খরিদ করতে মনস্থ করেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি তা খরিদ কর না এবং তোমার সদ্কার মাল ফেরত লইও না -- ( বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ )।

## ١٠- بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيْقِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসীতে যাকাত

١٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ فَيَّاضٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ زَكٰوةٌ اِلاَّ زَكٰوةُ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيْقِ ـ

১৫৯৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নাই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ থেকে সদাকাতুল্ ফিত্‌র ( ফেতরা ) দিতে হবে - - ( মুসলিম )।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ـ

১৫৯৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ও মালিক (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুসলমানের জন্য তার দাস-দাসী ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নাই - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

## ١١- بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিজ ফসলের যাকাত

١٥٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْاَيْلِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

১৫৯৬। হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে যমীন

বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না — এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হল 'উশ্‌র বা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে যমীতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয় – তার যাকাত হল নিস্‌ফে উশর বা উশ্‌রের অর্ধেক – – ( বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা )।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৫৯৭। আমহাদ ইব্‌ন সালেহ ও আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) … জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে যমীন নদী–নালা ও কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল ' উশ্‌র।[১] আর যে যমীন কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত হয় তার যাকাত হল অর্ধ 'উশ্‌র – – ( মুসলিম, নাসাঈ )।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ وَابْنُ الْاَسْوَدِ الْعَجَلِىُّ قَالاَ قَالَ وَكِيْعٌ الْبَعْلُ الْكُبُوْسُ الَّذِىْ يَنْبُتُ مِنْ مَّاءِ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ الْاَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اٰدَمَ سَاَلْتُ اَبَا اَيَاسٍ الْاَسَدِيَّ فَقَالَ الَّذِىْ يُسْقٰى بِمَاءِ السَّمَاءِ -

১৫৯৮। আল–হায়ছাম ইব্‌ন খালিদ আল–জুহানী ও ইবনুল আস্‌ওয়াদ আল–আজালী (র) বলেন, ওয়াকী (রহ) বলেছেন, البعل لكبوس হল সেই ফসল, যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে জন্মে। ইব্‌নুল্‌ আস্‌ওয়াদ বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম বলেছেন, আমি আবু আয়্যাস আল–আসাদীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হল ঐ ফসল যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

١٥٩٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

১। উশ্‌র ঃ কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় 'উশর' বলে। শব্দটির অর্থ 'এক–দশমাংশ'।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شَبَرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ اُتْرُجَّةً عَلٰى بَعِيْرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلٰى مِثْلِ عِدْلَيْنِ ـ

১৫৯৯। আবু রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামানে প্রেরণের সময়ে বলেন ঃ উৎপন্ন ফসল হতে ফসল, বক্‌রী পাল হতে বক্‌রী, উটের পাল হতে উট এবং গরুর পাল হতে গরু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে; যখন এদের সংখ্যা পঁচিশ বা তদূর্ধ হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিসরে একটি শসা মেপেছি তের বিঘত (সাড়ে ছয় হাত) লম্বা এবং একটি লেবু (বাতাবি) দেখেছি, যা দুই টুক্‌রা করে একটি উটের পিঠে বোঝাই করা ছিল দুইটি বোঝা সদৃশ।

## ١٢ـ بَابُ زَكٰوةِ الْعَسَلِ

### ১২. অনুচ্ছেদ ঃ মধুর যাকাত

١٦٠٠ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ نَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ اَحَدُ بَنِىْ مُتْعَانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ اَنْ يَّحْمِىَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةَ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلاَّ فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ ـ

১৬০০। আহমাদ ইব্‌ন আবু শুআইব (র) ... আমর ইব্‌ন শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআন্ গোত্রের সদস্য হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে

উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট সালবা' নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইব্ন ওয়াহ্ব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমার (রা) তাঁকে লিখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (স) -কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালবা উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

١٦٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ نَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِّنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحْمٰى لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَاَدَّوْا اِلَيْهِ مَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمٰى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ -

১৬০১। আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। শাবাবা ছিল ফাহ্ম গোত্রের উপগোত্র। অতঃপর তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক যাকাত দিতে হবে। সুফিয়ান ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আছ-ছাকাফী তাদেরকে দুইটি উপত্যকার জায়গীর দেন। তারা তাঁকে ঐরূপ ( মধুর) যাকাত প্রদান করতেন, যেভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা প্রদান করতেন্। তিনি ( সুফিয়ান ) তাদের জায়গীর স্বত্ব বহাল রাখেন -- ( নাসাঈ, ইব্ন মাজা )।

١٦٠٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ بَطْنًا مِّنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ -

১৬০২। আর-রবী ইব্ন সুলায়মান (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। ফাহ্ম গোত্রের একটি শাখা ... মুগীরার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। প্রত্যেক দশ মশকের জন্য যাকাত এক মশক। অতঃপর রাবী বলেন, ঐ দুইটি উপত্যকার মালিক ছিলেন তারা।

## ١٣- بَابُ فِيْ خَرْصِ الْعِنَبِ

### ১৩. অনুচ্ছেদঃ যাকাতের জন্য অনুমানপূর্বক আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

١٦٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ نَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا ـ

১৬০৩। আব্দুল আযীয ইব্নুস সারী (র) ... আত্তাব ইব্ন উসায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং শুক্না আঙ্গুর (কিস্মিস্) যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে, যেরূপ খেজুরের যাকাতস্বরূপ শুক্না খেজুর গ্রহণ করা হয় – – ( তিরমিযী, ইবন মাজা )।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ـ

১৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক আল-মুসায়্যাবী (র) ... ইব্ন শিহাব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

## ١٤- بَابُ فِي الْخَرْصِ

### ১৪. অনুচ্ছেদ ঃ (যাকাতের জন্য) গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ণয় করা

١٦٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ اَبِيْ حَثْمَةَ اِلٰى مَجْلِسِنَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدَعُوْا اَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحَرْفَةِ ـ

১৬০৫। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন মাস'উদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল্ ইব্ন আবু হাছ্মাহ (রা) আমাদের সভায় আগমন করেন এবং বলেন

যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা যখন (ফলের পরিমাণ) অনুমান কর তখন দুই-তৃতীয়াংশ (হিসাবে) ধর এবং এক-তৃতীয়াংশ (হিসাব থেকে) বাদ দাও। যদি এক-তৃতীয়াংশ না পাও বা বাদ দিতে না পার তবে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও -- ( তিরমিযী, নাসাঈ )।[১]

## ١٥- بَابُ مَتٰى يُخْرَصُ التَّمْرُ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কখন খেজুরের পরিমাণ অনুমান করবে ?

١٦٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ وَهِىَ تَذْكُرُ شَانَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْكَلَ مِنْهُ ـ

১৬০৬। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে খায়বারের য়াহূদীদের নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন — যখন তা উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছতো এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে।

## ١٦- بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِى الصَّدَقَةِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ফল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নয়

١٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ اَنْ يُّؤْخَذَا فِى الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَسْنَدَهُ اَيْضًا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ـ

---

১. অর্থাৎ যে পরিমাণ যাকাত অনুমানে নির্ধারণ করা হবে তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ যাকাতদাতাকে ছেড়ে দিবে। কারণ অনুমানে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফল বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। — (স.স.)

১৬০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র) ... আবু উমামা ইব্‌ন সাহল (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জা'রূর ও লাওনুল হুবায়েক যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যুহ্‌রী (রহ) বলেন, এটা মদীনার খেজুরের দুইটি প্রকার বিশেষ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আবুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর হতে, তিনি ইমাম যুহ্‌রী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ نَا يَحْيٰى يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

১৬০৮। নাস্‌র ইব্‌ন আসিম (র) ... আওফ ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করেন, তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ হাশাফ ( নিকৃষ্ট মানের খেজুর ) ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি (স) ঐ গুচ্ছের উপর লাঠির আঘাত হেনে বলেন ঃ এই যাকাত-দাতা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম মাল যাকাত হিসাবে প্রদান করতে পারত। তিনি (স) আরও বলেনঃ এই যাকাত-দাতাকে কিয়ামতের দিন এই 'হাশাফ'-ই খেতে হবে — ( নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা )।

## ١٧- بَابُ زَكٰوةِ الْفِطْرِ

## ১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সদাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ نَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ نَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْخَوْلَانِىُّ وَكَانَ شَيْخٌ صِدْقٌ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِىْ عَنْهُ نَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ الصَّدَفِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ

الصَّلٰوةِ فَهِىَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ ـ

১৬০৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ আদ-দিমাশকী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর — রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিস্‌কীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল্ ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসাবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরেপরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসাবে গণ্য -- ( ইব্‌ন মাজা )।

## ١٨ـ بَابُ مَتٰى تُؤَدّٰى

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সদ্‌কাতুল ফিতর প্রদানের সময়

١٦١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ـ

১৬১০। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদাকাতুল ফিত্‌র, লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (রহ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) ঈদুল্ ফিত্‌রের এক বা দুই দিন পূর্বে সদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করতেন -- ( বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

## ١٩ـ بَابٌ كَمْ يُؤَدّٰى فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কি পরিমাণ সদাকাতুল ফিত্‌র দিতে হবে তার বর্ণনা

١٦١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلٰى مَالِكٍ اَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيْهِ فِيْمَا قَرَأَهُ عَلٰى مَالِكٍ زَكٰوةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

১৬১১। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিত্‌র নির্ধারিত করেছেন ( আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এরূপে বর্ণনা করেছেন — রমযানের সদাকাতুল ফিত্‌র) এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর-নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দেয় - - ( বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা )।

١٦١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِهِ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيْدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

১৬১২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিত্‌র (মাথাপিছু) এক সা' নির্ধারণ করেছেন ... (আমর ইব্ন নাফে) মালিক বর্ণিত হদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে ঃ "ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ থেকে। আর তিনি (স) তা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য লোকদের বের হওয়ার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ )।

ইমাম আবু দাউদ ( রহ ) বলেন, আব্দুল্লাহ্ আল-উমারী (রহ) নাফে হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে "প্রত্যেক মুসলমানের উপর নির্ধারিত" কথা আছে। সাঈদ আল্-জুমাহী, উবায়দুল্লাহ্ হতে, তিনি নাফে হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে "মুসলমানদের থেকে" কথাটি আছে। তবে রাবী উবায়দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বর্ণনায় مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ( মুসলমানদের থেকে) কথাটা নাই।

١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ

شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ زَادَ مُوْسٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَعَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى الْعُمَرِىَّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ـ

১৬১৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) সদ্কায়ে ফিত্র এক সা[১] খেজুর বা এক সা বার্লি নির্ধারণ করেছেন, ছোট বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপর। রাবী মূসা আরও বর্ণনা করেছেন, "নর ও নারীর (জন্যও দেয়)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছে আয়্যুব ও আবদুল্লাহ্ আল-উমারী নিজেদের বর্ণনায় নাফে-র সূত্রে পুরুষ অথবা নারীর কথাও উল্লেখ করেছেন -- ( বুখারী, মুসলিম )।

١٦١٤- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ سَلْتٍ اَوْ زَبِيْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْاَشْيَاءِ ـ

১৬১৪। আল্-হায়ছাম ইব্ন খালিদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মাথাপিছু এক সা পরিমাণ বার্লি অথবা খেজুর বা বার্লি জাতীয় শস্য, অথবা কিসমিস সদ্কায়ে ফিতর প্রদান করত। রাবী (নাফে) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ অতঃপর হযরত উমার (রা)-র সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আধা সা গমকে উল্লেখিত বস্তুর এক সা-এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন -- ( নাসাঈ )।

١٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُعْطِى التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ التَّمْرَ عَامًا فَاَعْطَى الشَّعِيْرَ ـ

১. এ দেশীয় ওজনে এক সা = তিন সের এগার ছটাক।

১৬১৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী কালে লোকেরা (উমারের) অর্ধ সা' গম দিতে থাকে। নাফে বলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) সদকায়ে ফিতর হিসারে শুকনা খেজুর প্রদান করতেন। অতঃপর কোন এক বছর মদীনায় শুকনা খেজুর দুষপ্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা সদ্কায়ে ফিতর হিসাবে বার্লি প্রদান করেন -- ( বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ )।

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّىْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلَا اَزَالُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَّاحِدٌ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ اَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ -

১৬১৬। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদ্কায়ে ফিতর আদায় করতাম — প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা' পরিমাণ পনির বা এক সা' বার্লি বা এক সা' খোরমা অথবা এক সা' পরিমাণ কিস্মিস্। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম — এবং অবশেষে মুআবিয়া (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, .সিরিয়া থেকে আগত দুই 'মদ্দ'[১] গম এক সা' খেজুরের সম পরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি যত দিন জীবিত আছি, সদ্কায়ে ফিতর এক সা' হিসাবেই প্রদান করতে থাকব -- ( বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ )।

১. দুই 'মুদ' হল ঃ এক সা'-এর অর্ধেক ; অর্থাৎ একসের সাড়ে তের ছটাক।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইব্ন উলাইয়্যা ও আবদা প্রমুখ রাবীগণ নিজ নিজ সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে একজন – ইব্নে উলাইয়্যা হতে
( অথবা এক সা গম ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সুরক্ষিত নয়।

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمٰعِيْلُ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ اَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ -

১৬১৭। মুসাদ্দাদ (র) থেকে ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীছে 'গমের' উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুআবিয়া ইব্ন হিশাম উক্ত হাদীছে ছাওরী হতে, তিনি যায়েদ ইব্ন আস্লাম হতে, তিনি ইয়াদ হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ "অর্ধ সা গম" তা মুয়াবিয়া ইব্ন হিশামের ধারণা মাত্র, অথবা যাঁরা তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের অনুমান মাত্র।

١٦١٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى اَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ لاَ اُخْرِجُ اَبَدًا اِلاَّ صَاعًا اِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ اَقِطٍ اَوْ زَبِيْبٍ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى زَادَ سُفْيَانُ اَوْ صَاعًا مِّنْ دَقِيْقٍ قَالَ حَامِدٌ فَاَنْكَرُوْا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

১৬১৮। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ইব্ন আজ্লান ইয়াদ (রহ)–কে বলতে শুনেছেন — আমি আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা)–কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সব সময়ই (সকল বস্তু হতে) সদ্কায়ে–ফিতর হিসাবে এক সা পরিমাণই আদায় করতে থাকব। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে খেজুর, বার্লি, পনির ও কিস্মিস সদ্কায়ে ফিতর হিসাবে এক সা করে আদায় করতাম। এটা ইয়াহ্ইয়া বর্ণিত হাদীছ। তবে সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে ঃ "অথবা এক সা আটা"। রাবী হামিদ বলেন, মুহাদ্দিছগণ এটা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় সুফিয়ান এটা পরিহার করেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই

অতিরিক্ত বর্ণনা ইব্‌ন উয়ায়নার ( অর্থাৎ সুফিয়ানের ) একটি ধারণা মাত্র - - ( বায়হাকী, মুসলিম )।

## ٢٠- بَابُ مَنْ رَوٰى نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ সা' গম প্রদানের বর্ণনাসমূহ

١٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ غَنِيٍّ اَوْ فَقِيْرٍ -

১৬১৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবা অথবা ছা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সুআয়র (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমদের প্রতি দুইজনের পক্ষ থেকে এক সা' গম বা খেজুর নির্ধারিত করা হল। তোমাদের মধ্যে যারা ধনী — তাদের আল্লাহ্ পবিত্র করবেন এবং যারা গরীব — তাদেরকে আল্লাহ তাদের দানের তুলনায় আরও অধিক দান করবেন। রাবী সুলায়মান তাঁর হাদীছে 'গনী অথবা ফকীর শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الدَّرِّ ابْجَرْدِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَن عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ نَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرٍ الْكُوْفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاَمَرَ بِصَدَقَةِ

الْفِطْرِ صَاعُ تَمْرٍ اَوْ صَاعُ شَعِيْرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْ صَاعُ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ـ

১৬২০। আলী ইব্নুল হাসান (র) ... ছা'লাবা ইব্ন আবদুল্লাহ্ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আন-নিশাপুরী ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা ইব্ন সাগীর তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ বার্লি সদ্কায়ে ফিতর হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাবী আলী ইব্ন হাসানের হাদীছে আরও আছে ঃ براوقمح (উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন)। অতঃপর উভয় রাবী (আলী ইব্ন হাসান ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া) এক হয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলের পক্ষ হতে (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَاِنَّمَا هُوَ الْعَذْرِيُّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْمُقْرِئِ ـ

১৬২১। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন ছালাবা আর ইব্ন সালেহ (র) তার সাথে আল-আদাবী অর্থাৎ আল-আযরী যোগ করেছেন। রাবী 'আয্রী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ... আল মুকরীর (আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ) হাদীছের অনুরূপ।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ اُخْبِرْنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ بْنُ عَبَّاسٍ فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ عَلٰى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا

صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوْا فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَاٰى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوْهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرٰى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلٰى مَنْ صَامَ ـ

১৬২২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আল-হাসান (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত (সদ্কায়ে ফিতর) প্রদান কর। উপস্থিত জনগণ তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হলে তিনি সেখানে উপস্থিত মদীনার লোকদের সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদের এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান কর, কেননা তারা বুঝতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সদ্কাহ্ — এক সা' পরিমাণ খেজুর বা বার্লি অথবা অর্ধ সা' পরিমাণ গম—প্রত্যেক স্বাধীন — ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) যখন (বসরায়) এলেন তখন জিনিসপত্রের দর কম দেখে বলেন ঃ এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই তোমরা যদি প্রত্যেক বস্তু হতে সদকাহ্ (সদকায়ে-ফিতর) হিসাবে এক সা' পরিমাণ প্রদান কর (তবে ভালো হত)। রাবী হুমায়দ বলেন, হাসান এই মত পোষণ করতেন যে, রমযানের ফিতর (সদকায়ে ফিতর) কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব — (আহ্মাদ, নাসাঈ)।

## ٢١ـ بَابُ تَعْجِيْلِ الزَّكٰوةِ

### ২১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিলম্বে (অগ্রিম) যাকাত ফেতরা পরিশোধ কর

١٦٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدْ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْاَبِ اَوْ صِنْوُ اَبِيْهِ ـ

১৬২৩। আল-হাসান ইব্নুস-সাব্বাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ইব্ন জামীল, খালিদ ইবনুল ওলীদ এবং আব্বাস (রা) যাকাত প্রদানে বিরত থাকেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইব্ন জামীল যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক কেন? আসলে সে তো গরীব ছিল, এখন আল্লাহ্ তাকে ধনী করেছেন। আর খালিদ ইব্নুল ওলীদের প্রতি তোমরা যুলুম করেছ (অর্থাৎ তার উপর যাকাত ফরজ নয়)। কেননা সে তো তার লৌহবর্ম ওয়াকফ্ করেছে এবং তার সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহ্র পথে যুদ্ধের জন্য দিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা, তাঁর যাকাত আদায় ও অনুরূপ খরচপত্রের ভার আমাকেই বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ তুমি কি অবগত নও যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য বা তার পিতার মতই? -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ هُشَيْمٍ اَصَحُّ ـ

১৬২৪। সাঈদ ইব্ন মান্সূর (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ( সময়ের পূর্বে ) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (স) তাঁকে অনুমতি দান করেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা )। আরও একটি সূত্রে হুশাইম থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং এই শেষোক্ত সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

## ٢٢- بَابٌ فِى الزَّكٰوةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত সামগ্রী খরচ করা সম্পর্কে

١٦٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبِىْ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زِيَادًا اَوْ بَعْضَ الْاُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ اَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِىْ اَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৬২৫। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আতা (র) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ইমরান (রা) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন ঃ আপনি আমাকে যাকাতের যে মাল আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তা আমরা সেই সমস্ত স্থান হতে আদায় করেছি; যেখান হতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আদায় করতাম, আর তা সেই সমস্ত স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ব্যয় করতাম ( অর্থাৎ যেখানে আদায় করা হত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত) - - ( ইবন মাজা )।

## ٢٣- بَابُ مَنْ يُعْطٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنٰى

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

١٦٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ فِىْ وَجْهِهٖ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيٰى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِىْ اَنَّ

شُعْبَةَ لاَ يَرْوِىْ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ـ

১৬২৬। আল-হাসান ইবন আলী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে — তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায় অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষত সহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধনী কে? তিনি বলেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ ( যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না ) — তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ, আহ্মাদ )।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উছমান (র) সুফিয়ানকে বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, শোবা (রহ) হাকীমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন না। সুফিয়ান বলেন, যুবায়দ (রহ) মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদের সূত্রে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِىْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ قَالَ لِىْ اَهْلِىْ اذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْاَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِىْ اِنَّكَ لَتُعْطِىْ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لاَّ اَجِدُ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَاَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَةٌ اَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَاَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِىُّ فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَّنَا خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ وَالْاُوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْاَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ اَوْ كَمَا قَالَ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ـ

১৬২৭। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্‌লামা (র) ... আতা ইব্ন য়াসার (রহ) বনা আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার পরিবার-পরিজন ( মদীনার নিকটবর্তী ) বাকী আল-গারকাদে গিয়ে অবতরণ করি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করুন যা আমরা আহার করতে পারি। আর আমার পরিবারের লোকেরাও তাদের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে থাকে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেখতে পাই যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করছে আর রাসূলুল্লাহ্ (স) বলছেন ঃ আমার নিকট এমন কিছু নাই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতঃপর সে তাঁর দরবার হতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বলতে থাকে ঃ আমার জীবনের শপথ ! নিশ্চয় আপনি আপনার পসন্দসই লোককে দিয়ে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকটি আমার উপর অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু আমার নিকট দেওয়ার মত কিছুই নাই। অতঃপর তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা চায়, আর সে এক আওকিয়া[১] বা তার সমপরিমাণ মূল্যের মালের মালিক সে অবশ্যই উত্যক্ত করার জন্য ভিক্ষা চায়। আসাদী বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমাদের উষ্ট্রী আওকিয়া হতে উত্তম। আর আওকিয়া হল চল্লিশ দিরহামের সমান। রাবী বলেন, আমি তাঁর (স) নিকট কিছুই না চেয়ে ফিরে আসি। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু গম ও কিসমিস এলে তিনি তার অংশবিশেষ আমাদেরও দান করেন, অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন, এমনকি আল্লাহ্ তাআলা এর বদৌলতে আমাদেরকে মালদার বানিয়ে দেন — ( নাসাঈ )।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَقُوْتَةُ هِىَ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِّنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ اَسْئَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَتِ الْاُوْقِيَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ـ

১. আওকিয়া হল ঃ রৌপ্যের ওজন, যার পরিমাণ হল এক তোলা সাত মাশা। অন্য বর্ণনায় আওকিয়া হল ঃ চল্লিশ দিরহামের সমান।

১৬২৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, আর তার নিকট এক আওকিয়া পরিমাণ মূল্যের বস্তু থাকে সে অসংগতভাবে ভিক্ষা চায়। অতঃপর আমি (মনে মনে) বলি, আমার য়াকূত নাম্নী উষ্ট্রী তো এক আওকিয়ার চাইতেও উত্তম। রাবী হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহাম হতেও উত্তম। অতঃপর আমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা না করে প্রত্যাবর্তন করি। হিশাম তাঁর হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এক আওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ মূল্যের ছিল - - ( নাসাঈ )।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِيْنٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ نَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَاَلَاهُ فَاَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَاَلَاهُ وَاَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَاَلَا فَاَمَّا الْاَقْرَعُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِىْ عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَاَمَّا عُيَيْنَةُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ وَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَرَانِىْ حَامِلاً اِلٰى قَوْمِىْ كِتَابًا لاَ اَدْرِىْ مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ فَاَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِى مَوْضِعٍ اٰخَرَ وَمَا الْغِنٰى الَّذِىْ لاَ يَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْئَالَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصِرًا عَلٰى هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ الَّتِىْ ذَكَرْتُ -

১৬২৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... সাহল ইব্নুর-রাবী আল-হান্যালীয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ও আল - আকরা ইব্ন হাবিস্ আগমন করে। তারা উভয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের প্রার্থনার অনুরূপ মাল প্রদানের নির্দেশ দেন এবং মুআবিয়া (রা)-কে তাদের অনুকূলে

একটি দলীল লিখে দিতে নির্দেশ দেন। তখন মুআবিয়া (রা) তাদের উভয়ের চাহিদা অনুযায়ী তা লিখে দেন। অতঃপর আকরা এই নির্দেশনামা নিয়ে তা ভাঁজ করে তার পাগড়ীর মধ্যে লুকিয়ে চলে যায়। কিন্তু উয়ায়না নিজের নির্দেশনামা গ্রহণ করে তা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ ইয়া মুহাম্মাদ। আপনি কি চান যে, আমি আমার কওমের নিকট এমন একটি পত্র বহন করে নিয়ে যাই যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি অজ্ঞ (সহীফাতুল্ মুতালাম্মেসের)[১] মত। মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তার (উয়ায়নার) কথা অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট কিছু চায়—সে অধিক দোজখের আগুন চায়। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার চায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ধনী (বা অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি ? রাবী নুফায়লী অপর বর্ণনায় উল্লেখ করেন ঃ অমুখাপেক্ষীতার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট কিছু চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন ঃ কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তির নিকট এমন পরিমাণ সম্পদ হবে, যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ আমি এখানে যে হাদীছ উল্লেখ করলাম তা নুফায়লী আমাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ ـ

---

১. মুতালাম্মেসের দলীল, ইনি প্রাচীন আরবের একজন কবি ছিলেন। কোন এক বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করায় তিনি রুষ্ট হন এবং তাঁর এক গভর্নরের নিকট একটি পত্রসহ তাঁকে পাঠান। কবি মনে করেন, নিশ্চয় বাদশাহ গভর্নরকে তাঁকে পুরস্কৃত করার জন্য লিখেছেন। পথিমধ্যে সন্দেহ বশে তিনি পত্র খুলে দেখতে পান যে, তন্মধ্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। অতঃপর তিনি সেই গভর্নরের নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং বেঁচে যান। এমতাবস্থায় তা একটি আরবীয় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

১৬৩০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... যিয়াদ ইব্ন হারিছ আস-সুদাঈ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, অতপর বলেন ঃ তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সদকার (মাল খরচের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

١٦٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطِنُوْنَ بِهٖ فَيُعْطُوْنَهٗ -

১৬৩১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যাকে তুমি একটি এবং দুটি খেজুর, কিংবা এক বা দুই লোকমা খাদ্য দান কর। বরং প্রকৃত মিস্কীন তারাই, যারা (অভাবী হওয়া সত্বেও) মানুষের নিকট চায় না, যার ফলে মানুষেরা তাদের অভাব সম্পর্কে অবহিতও হতে পারে না যে, তাদের দান-খয়রাত করবে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْمَعْنٰى قَالُوْا نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهٗ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ لَيْسَ لَهٗ مَايَسْتَغْنِىْ بِهِ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَتِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُوْمُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ جَعَلاَ الْمَحْرُوْمَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِىِّ -

১৬৩২। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে – মিস্কীন ঐ ব্যক্তি — যে অভাবী হওয়া সত্বেও অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে না এবং তার অভাবও বুঝা যায় না যে, তাকে দান-খয়রাত দেয়া যেতে পারে, তাকে বঞ্চিত বলা যায়। আর মুসাদ্দাদের বর্ণনায় "তাদেরকে 'মুতাআফ্ফিফ' — যারা কিছুই চায় না" কথাটুকু উল্লেখ নাই – (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ছাওর ও আবদুর রাযযাক (রহ) মামারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আল-মাহরূম (বঞ্চিত) শব্দটি যুহরীর নিজের কথা।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ -

১৬৩৩। মুসাদ্দাদ (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্নুল খিয়ার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (অপরিচিত) দুই ব্যক্তি এই খবর দেন যে, তাঁরা বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। তখন তিনি যাকাতের মাল বন্টনে রত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি কিছু মালের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি অবনত করেন। তিনি আমাদের উভয়কে শক্ত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের দুই জনকে দান করব। (কিন্তু জেনে রাখ !) এই মালে ধনী, কর্মক্ষম ও শক্ত সবলদের কোন অধিকার নাই — (নাসাঈ)।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتُّلِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لِذِي

مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَالْاَحَادِيْثُ الْاُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِيْ مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ اَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ -

১৬৩৪। আব্বাদ ইব্ন মূসা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধনী ব্যক্তি ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ (বা তাদের যাকাত প্রদান) বৈধ নয়।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, সুফ্য়ান (রহ) সা'দ ইব্ন ইবরাহীমের সূত্রে ইবরাহীমের অনুরূপ নকল করেছেন। শোবা (রহ) সা'দের সূত্রে "লিযী মিররাতিন কাবিয়্যীন" শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন। কোন বর্ণনায় "লিযী মিররাতিন কাবিয়্যীন" আর কোন বর্ণনায় "লিযী মিররাতিন সাবিয়্যীন" শব্দ সহাকারে এসেছে। আতা ইব্ন যুহাইর বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন — শক্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয় – (তিরমিযী)।

## ٢٤- بَابُ مَنْ يَجُوْزُ لَهُ اَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

### ২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ধনী হওয়া সত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ

١٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ -

১৬৩৫। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় ঃ (১) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী; (২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ; (৪) কোন ধনী ব্যক্তির গরীবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা; (৫) যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের

প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করলে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ বৈধ – (ইব্‌ন মাজা)।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৬৩৬। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الْفِرْيَابِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ الاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيْ لَكَ اَوْ يَدْعُوْ لَكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ فَرَسٌ وَّابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১৬৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় থাকে, অথবা মুসাফির, অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসাবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসাবে দান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ ফারাস ও ইব্‌ন আবু লায়লা মিলিত সনদে আবু সাঈদ (রা) হতে মহানবী (স)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

## ٢٥- بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكٰوةِ

### ২৫. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

١٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ نَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ

عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِيْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ ابِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِيْ دِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ الَّذِيْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ -

১৬৩৮। আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... বশীর ইব্ন য়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারদের এক ব্যক্তি যার নাম সাহ্ল ইব্ন আবু হাছ্মাহ, তাঁকে খবর দেন যে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিয়াতের (১) হিসাবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত (রক্তমূল্য) যিনি খয়বরে নিহত হন — (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, মালেক)। (৪৫২ নং হাদীস হিসাবে পূর্বে উধৃত হয়েছে )।

## ٢٦- بَابُ مَا تَجُوْزُ فِيْهِ الْمَسْأَلَةُ

### ২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ

١٦٣٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ اَبْقَى عَلٰى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ فِيْ اَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا -

১৬৩৯। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... যায়েদ ইব্ন উকবা আল-ফাযারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তি হল ক্ষতবিক্ষতকারী জিনিস-যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি নিজের মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে নিজের মানসম্মান বজায় রাখুক এবং যার ইচ্ছা নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করুক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরে নিকট কিছু যাঞ্চা করা বৈধ, অথবা অনন্যোপায় অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِئَابٍ حَدَّثَنِيْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرُ لَكَ بِهَا

ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ انَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ الاَّ لاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ـ

১৬৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক আল্‌-হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক জনের) ঋণের জামিন হলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে কাবীসা! তুমি যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিব। অতঃপর তিনি বলেন, হে কাবীসা! তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত কারো জন্য যাঞ্চা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি যামিন হয়েছে তার জন্য তা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের সাহায্য চাওয়া হালাল, অতঃপর সে তা পরিত্যাগ করবে। (২) যদি কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ দুর্যোগ – দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তির জন্য এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্যন্ত যাঞ্চা করা হালাল। (৩) ঐ ব্যক্তি যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অভাবগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ যদি তার স্থানীয় তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তিটি সর্বহারা হয়ে গিয়েছে তখন সেই ব্যক্তির জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ—যতক্ষণ না সে জীবন ধারণে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে কাবীসা! উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য ভিক্ষা করা হারাম। যদি কেউ করে, তবে সে হারাম খায় – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اِئْتِنِىْ بِهِمَا قَالَ

فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُّوْمًا فَاْتِنِىْ بِهِ فَاَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌلَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْاَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلٰثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ -

১৬৪১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছু নাই? সে বলে ঃ হাঁ, একটি কম্বল মাত্র — যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকী অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বলেন ঃ উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আস। রাবী বলেন ঃ সে তা আনয়ন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলাম ডাকের মত) বলেন ঃ কে এই দুটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলে, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করব। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুইটি দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন ঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন ঃ এখন তুমি যাও এবং জংগল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রী কর। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি।

অতঃপর সে চলে গেল এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে। অতঃপর সে (পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাদ্য ক্রয় করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হত। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয় ঃ (১) ধূলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য, (২) প্রচণ্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন — এ ধরনের ব্যক্তিরা যাঞ্চা করতে পারে – (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

## ٢٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

### ২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা

١٦٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيْدُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ ادْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ اِلَيَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِيْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلٰثًا وَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلٰى مَا نُبَايِعُكَ قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً قَالَ وَلاَ تَسْاَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ اُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْاَلُ اَحَدًا اَنْ يُنَاوِلَهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ سَعِيْدٌ -

১৬৪২। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... আওফ ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে সাতজন বা আটজন অথবা নয়জন উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে না? আর আমরা অল্পদিন আগেই বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বলি,

আমরা তো আপনার নিকট বায়আত হয়েছি (এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তিনি তা ভুলে গিয়েছেন)। তিনি এইরূপ তিনবার বলেন (যাতে আমরা মনে করি যে, তিনি (পুনর্বার বায়আত গ্রহণের জন্য বলছেন)। তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করি এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। (আমাদের) একজন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো (পূর্বে) আপনার নিকট বায়আত হয়েছি, অতএব এখন কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করব? তিনি বলেন ঃ (এর উপর যে,) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কিছুই শরীক করবে না। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং শ্রবণ করবে ও (আমীরের) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন ঃ তোমরা লোকদের নিকট কিছুই সওয়াল করবে না। রাবী আওফ (রা) বলেন ঃ এদের কোন কোন ব্যক্তির (সফরকালে) চাবুক নীচে পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যকে বলতেন না – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٦٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَفَّلَ لِىْ اَنْ لاَّ يَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْاَلُ اَحَدًا شَيْئًا ـ

১৬৪৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে, সে অন্যের নিকট যাঞ্চা করবে না – আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করব। ছাওবান (রা) বলেন, আমি। অতঃপর তিনি কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতেন না।

## ٢٨- بَابٌ فِى الْاِسْتِعْفَافِ

## ২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি বা কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা

١٦٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَاعِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ اَدَّخِرْهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ـ

১৬৪৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করে। তিনি তাদের কিছু দান করলে তারা পুনরায় প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি বারবার তাদের দান করতে থাকায় তাঁর (সম্পদ) শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন ঃ আমার নিকট গচ্ছিত আর কোন সম্পদ নাই। আর যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকবে–আল্লাহ্ তাআলা তাকে পবিত্র করবেন; যে অমুখাপেক্ষী হবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সবর (ধৈর্য) কামনা করবে–আল্লাহ্ তাকে তা দান করবেন। বস্তুতঃ সবরের চাইতে উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয় নাই – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ اَبُوْ مَرْوَانَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى عَاجِلٍ ـ

১৬৪৫। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে – আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা আল্লাহ্র কাছে পেশ করে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন — হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে — (তিরমিযী, আহ্মাদ)।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِىٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِىِّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْاَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَبُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ ـ

১৬৪৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... ইব্নুল ফিরাসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি (লোকের নিকট) সওয়াল করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না। আর একান্তই যদি তোমাকে কিছু প্রার্থনা করতে হয় তবে অবশ্যই উত্তম লোকদের নিকট চাইবে – (নাসাঈ)।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَالَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعُمَّالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَااُعْطِيْتَ فَاِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ـ

১৬৪৭। আবুল ওলীদ আত-তাইয়ালিসী (র) ... ইব্নুস-সাঈদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। আমি তা আদায়ের পর তাঁর নিকট জমা দিলে তিনি আমাকে কাজের বিনিময় গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আমি বলি, আমি তো তা আল্লাহ্র জন্য করেছি, অতএব আমার বিনিময় আল্লাহ্র কাছে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যা দান করি তা গ্রহণ কর। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আর আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমার চাওয়া ব্যতিরেকে যা কিছু দেওয়া হয় – তুমি তা দিয়ে যা খুশী তাই কর অথবা দান-খয়রাত করে দাও — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْاَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ

وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُخْتُلِفَ عَلَى اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ وَقَالَ اَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ الْمُتَعَفِّفَةُ ـ

১৬৪৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হয়ে যাকাত ও দান – খয়রাত গ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম হওয়ার কথা বলেন। উপরের হাত হল খরচকারী (দাতা) এবং নীচের হাত যাঞ্চাকারী (গ্রহীতা) – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ নাফের নিকট থেকে আইউব কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসে মতভেদ আছে। আবদুল ওয়ারিছ বলেন اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ (উপরের হাত হল যা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকে)। অধিকাংশ রাবী কর্তৃক হাম্মাদ ইব্ন যায়দের সূত্রে, তিনি আইউবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ (উপরের হাত খরচকারী)। আর এক রাবী হাম্মাদের সূত্রে اَلْمُتَعَفِّفَةُ শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْدِىْ ثَلٰثَةٌ فَيَدُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِىْ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَاَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ ـ

১৬৪৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তাঁর পিতা মালিক ইব্ন নাদলা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হাত তিন প্রকারের – (১) আল্লাহ্ তাআলার হাত সবার উপরে, (২) অতঃপর দানকারীর হাত এবং (৩) সর্ব নিম্নের হাত হল ভিক্ষুকের হাত। কাজেই তোমরা তোমাদের উদ্বৃত্ত মাল দান-খয়রাত কর এবং নিজেকে নফসের দাবীর কাছে সমর্পণ কর না।

## ٢٩- بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِىْ هَاشِمٍ

### ২৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাশিম বংশীয়দের যাকাত প্রদান সম্পর্কে

١٦٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنِ

اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لاَبِىْ رَافِعٍ اصْحَبْنِىْ فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى اٰتِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْاَلُهُ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ـ

১৬৫০। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (আরকাম) বনী মাখযূমদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (আরকাম) আবু রাফেকে বলেন, আপনি আমার সংগে থাকুন তাহলে আপনিও তা হতে কিছু পাবেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নেব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদের অন্তভর্বক্ত। অতএব আমাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ বৈধ নয় (তাই তোমার জন্যও তা বৈধ নয়) — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْغَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ اَخْذِهَا اِلاَّ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً ـ

১৬৫১। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি পতিত খেজুরের পাশ দিয়ে গমন করেন। কিন্তু তিনি এই ভয়ে তা গ্রহণ করেন নাই যে, হয়ত তা যাকাতের খেজুর।

١٦٥٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا ـ

১৬৫২। নাস্র ইবন আলী (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পেয়ে বলেন ঃ যদি আমি তা যাকাতের মাল হওয়ার আশংকা না করতাম তবে অবশ্যই তা খেয়ে ফেলতাম। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হিশাম (র) কাতাদার সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন — (মুসলিম)।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِبِلٍ اَعْطَاهَا اِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ـ

১৬৫৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি উটের জন্য প্রেরণ করেন — যা তিনি (স) তাঁকে যাকাতের মাল হতে দান করেছিলেন — (নাসাঈ)।[১]

١٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ زَادَ اَبِيْ بِبَدَلِهَا ـ

১৬৫৪। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে হাদীছের শেষাংশে (আমার পিতা এগুলো তাঁর সাথে বিনিময় করেন) অংশটি অতিরিক্ত আছে।

## ٣٠- بَابُ الْفَقِيْرِ يُهْدِيْ لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

### ৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ফকীর যদি ধনীকে হাদিয়া হিসাবে যাকাতের মাল দেয়

١٦٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا وشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ـ

১৬৫৫। আমর ইব্‌ন মারযূক (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে গোশত পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তা কি ধরনের গোশত? লোকেরা বলেন, এই গোশ্‌ত বারীরাহ [ হযরত আয়েশা (রা)-র দাসী ]-কে

---

(১) সম্ভবতঃ এটা বনী হাশিমদের জন্য সদ্‌কার মাল গ্রহণ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। পরে তা মানসূখ হয়। অথবা তা সদ্‌কার মাল ছিল না।

সদ্‌কাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ তা তার জন্য সদ্‌কাহ্‌স্বরূপ এবং আমার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

## ٣١- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

### ৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানের পর পুনরায় তার ওয়ারিশ হলে

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِي الْمِيْرَاثِ -

১৬৫৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুরায়দা থেকে তাঁর পিতা বুরায়দা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন — আমি আমার মাকে (তার সেবার জন্য) একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দাসীটি রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি (তোমার দানের) পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং সে উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে আসবে — (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

## ٣٢- بَابُ حُقُوْقِ الْمَالِ

### ৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النَّجُوْدِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ -

১৬৫৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে الْمَاعُوْنَ (দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস) বলতে বালতি ও রান্নার সরঞ্জামকে গণ্য করতাম।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهُ الاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا الاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَأُهُ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَكُلَّمَا مَضَتْ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا الاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَأُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ ـ

১৬৫৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সঞ্চিত সম্পদের (সোনা-রূপার) মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে তা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেওয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাদের মাঝে ফয়সালা দেবেন — যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। অতপর সে হয় বেহেশতের দিকে অথবা দোযখের দিকে তার পথ দেখবে।

যে মেষপালের মালিক তার মেষের যাকাত আদায় করে না — কিয়ামতের দিন তার মেষপাল আসবে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে এবং অধিক সংখ্যায়, একটি নরম বালুকাময় প্রশস্ত সমতল ভূমি তাদের জন্য বিস্তার করা হবে, এগুলো (সেখানে) তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে, ক্ষুরাঘাতে পদদলিত করতে থাকবে। এর কোন একটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন এদের সর্বশেষটি তাকে দলিত-মথিত করে অতিক্রম করবে তখন আবার

প্রথমটিকে তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর অব্যাহতভাবে এইরূপ শাস্তি চলতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করেন — এমন দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর সে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে তার পথ দেখবে।

আর যে উটের মালিক তার উটের যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন তার উটপাল অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট অবস্থায় আগমন করবে, একটি নরম বালুকাময় সমতলভূমি এদের জন্য বিস্তার করা হবে, অতপর তা তাকে পদতলে নিষ্পেষিত করতে থাকবে, যখন তার সর্বশেষটি অতিক্রম করবে তখন প্রথমটিকে পুনরায় তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর এইরূপ শাস্তি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে), যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সমাপ্ত করেন এমন দিনে — যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে নিজের পথ দেখবে – (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ)।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فِىْ قِصَّةِ الْاِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ـ

১৬৫৯। জাফর ইব্ন মুসাফির (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদসূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (যায়েদ ইব্ন আস্‌লাম) উটের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "যার হক আদায় করা হয় নাই"। রাবী বলেন ঃ এর হক হল এর দুধ যা পানি পান করানোর দিন দোহন করা হয়।

١٦٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْغُدَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ يَعْنِىْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْاِبِلِ قَالَ تُعْطِى الْكَرِيْمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيْرَةَ وَتَفْقِرُ الظَّهْرَ وَتَطْرُقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِى اللَّبَنَ ـ

১৬৬০। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ...পূর্বোক্ত হাদীছের

অনুরূপ। অতঃপর রাবী আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, উটের হক কি? তিনি বলেন, উত্তম উট (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করা, অধিক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দান করা, আরোহণের জন্য উট ধার দেওয়া, প্রজননের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক ছাড়াই উট ধার দেওয়া এবং উষ্ট্রীর দুধ (অভাবগ্রস্তকে) পান করতে দেওয়া – (নাসাঈ)।

١٦٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْاِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَاِعَارَةُ دَلُوِهَا ـ

১৬৬১। ইয়াহ্‌ইয়া ইবন খালাফ (র) ... উবায়েদ ইব্‌ন উমায়র (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের হক কি? ... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরও আছে—"এর দুধের পালান ধার দেওয়া"।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَاذٍّ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ ـ

১৬৬২। আব্দুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে— যে ব্যক্তি দশ ওসক (পরিমাণ) খেজুর কাটবে সে যেন মিসকীনদের জন্য মসজিদে এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রাখে।

١٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ نَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى نَاقَةٍ لَّهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْبِهِ عَلٰى مَنْ لاَّ زَادَ لَهُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَحَدٍ مِنَّا فِى الْفَضْلِ ـ

১৬৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নিজ উষ্ট্রীতে আরোহণ করে তাঁর নিকট আগমন করে এবং ডান ও বাম দিকে তাকাতে থাকে (অন্য উট পাবার আশায়, কেননা তার উষ্ট্রী দুর্বল ছিল)। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্ল'হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট (বাহনযোগ্য) অতিরিক্ত উট আছে — সে যেন তা অন্যকে দান করে — যার কোন বাহন নাই। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে যেন তা তার সামনে পেশ করে যার কোন পাথেয় নাই। এর ফলে আমাদের ধারণা হয় যে, আমাদের কারো অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখার অধিকার নাই — (মুসলিম)।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِىُّ نَا اَبِىْ نَا غَيْلاَنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ـ

১৬৬৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, "যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে -----", রাবী বলেন, তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই গুরুতর মনে হল। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের এই উদ্বেগ দূরীভূত করব। অতপর তিনি গিয়ে বলেন ঃ ইয়া নাবীআল্লাহ! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র করতে যাকাত ফরয করেছেন। আর তিনি মীরাছ এইজন্য ফরয করেছেন, যাতে পরিত্যক্ত মাল তোমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পেতে পারে। তখন হযরত উমার (রা) "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-কে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে লোকদের পুঞ্জীভূত মালের চেয়ে উত্তম মাল সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল পূন্যবতী নারী যখন সে (স্বামী)

তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে (স্বামী) তাকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, তখন সে তা পালন করে। আর যখন সে (স্বামী) তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (ইজ্জত ও মালের) হেফাযত করে — (আল- মুসতাদরাক)।

## ٣٣. بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

### ৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রার্থনাকারীর অধিকার সম্পর্কে

١٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ نَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ حَدَّثَنِيْ يَعْلَى بْنُ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلٰى فَرَسٍ -

১৬৬৫। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ... হুসায়েন ইবন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার আছে, যদিও সে অশ্বপৃষ্টে সওয়ার হয়ে আগমন করে - (আহ্মাদ)।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَاَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৬৬৬। মুহাম্মাদ ইবন রাফে (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ اِنَّ الْمَسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِيْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَّمْ تَجِدِيْ لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْهِ اِيَّاهُ اِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ -

১৬৬৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... উম্মে বুযায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় আসে, কিন্তু তাকে দেওয়ার মত

আমার কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি যদি তার হাতে কিছু দেওয়ার মত না পাও— তবুও তাকে বঞ্চিত কর না। জ্বলন্ত (রান্না করা) পায়া হলেও তা তাকে দান কর — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

## ٣٤. بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

١٦٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ رَاغِبَةً فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِىْ اُمَّكِ ـ

১৬৬৮। আহমাদ ইবন আবু শুআয়ব (র) ... আসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন — ( কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর — (বুখারী, মুসলিম)।

## ٣٥. بَابُ لاَ يَجُوْزُ مَنْعُهُ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিস চাইলে দিতে বারণ করা যায় না

١٦٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اسْتَاْذَنَ اَبِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَلْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ ـ

১৬৬৯। ওবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... বুহায়সাহ নাম্নী এক মহিলা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর খুবই নিকটবর্তী হয়ে তাঁর জামা তুলে তাঁর দেহে চুমা দিতে থাকেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া জায়েয নয়? তিনি বলেন ঃ পানি । তিনি পুনরায় বলেন ঃ ইয়া নাবীআল্লাহ! আর কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া বৈধ নয়? তিনি বলেন ঃ লবণ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া নবীআল্লাহ্! আরো কি বস্তু আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা জায়েয নয়? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি কোন ভাল কাজ কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর (অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানে বাধা দান করা উচিত নয়) — (নাসাঈ)।

## ٣٦. بَابُ المسئَلَةِ فِى المَسَاجِدِ

### ৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

١٦٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ نَا مُبَارَكُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا اَنَا بِسَائِلٍ يَسْاَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِىْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِ ـ

১৬৭০। বিশর ইবন আদাম (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি — যে আজ একজন মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবু বাকর (রা) বলেন ঃ আজ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, এক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাচ্ছে। তখন আমি (আমার পুত্র) আব্দুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটী পাই। আমি তা তার হাত হতে নিয়ে ঐ ভিক্ষুককে দান করি — (মুসমিল, নাসাঈ)।

## ٣٧. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْاَلَةِ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

### ৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয়

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقَلُّوْرِىُّ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيَّ نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلاَّ الْجَنَّةُ ـ

১৬৭১। আবুল আব্বাস আল-কিল্লাওরী (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ পূর্বক চাওয়া ঠিক নয়।

## ٣٨. بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

### ৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর নামে সওয়ালকারীকে দান করা সম্পর্কে

١٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ ـ

১৬৭২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে — তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে কিছু চায় তাকে কিছু দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে আহবান করে — তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে — তোমরা তার বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে তার জন্য দোয়া করতে থাক — যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, তোমরা তাদের বিনিময় দান করেছ — (নাসাঈ)।

## ٣٩. بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَّالِهِ

### ৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সকল সম্পদ দান করতে চায়

١٦٧٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ هٰذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْسَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ اَصَابَتْهُ لَاَوْجَعَتْهُ اَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْ اَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى -

১৬৭৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি ডিমের পরিমাণ এক খণ্ড স্বর্ণ নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই স্বর্ণ খনিতে প্রাপ্ত হয়েছি। আপনি তা দানস্বরূপ গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর ডান দিক হতে এসে একইরূপ বলে এবং তিনি (স) এবারও তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর বাম দিক হতে এলে এবারও তিনি (স) তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর পশ্চাৎ দিক হতে আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা কবুল করে পুনরায় তার দিকে জোরে নিক্ষেপ করেন। যদি তা তার গায়ে লাগত তবে অবশ্যই সে আঘাত পেত অথবা আহত হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল নিয়ে এসে বলে এটা সদ্কা স্বরূপ। অতঃপর সে মানুষের নিকট সাহায্যের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করে। (জেনে রাখ!) উত্তম সদ্কাহ্ তাই — যা প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল হতে দেওয়া হয়।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ خُذْ عَنَّا مَا لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ -

১৬৭৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। রাবী (আবদুল্লাহ) এইরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ "আমাদের নিকট হতে তোমার মাল নিয়ে যাও, আমাদের এর কোন প্রয়োজন নাই।"

١٦٧٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يَّطْرَحُوْا ثِيَابًا فَطَرَحُوْا فَاَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ اَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ ـ

১৬৭৫। ইসহাক ইবন ইসমাঈল (র) ... ইয়াদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (র) আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেন ঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবতে জনতাকে দানস্বরূপ কাপড় প্রদান করতে নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কাপড় দান করলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে দুইটি কাপড় প্রদানের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি (স) সকলকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ঐ ব্যক্তি তার একটি কাপড় (দানের জন্য) নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমার কাপড় ফেরত নাও – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى اَوْ تُصَدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ

১৬৭৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই উত্তম সদ্কা তাই যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে দেওয়া হয়। অথবা (রাবীর সন্দেহ) এমন বস্তু সদ্কাহ্ করা যা দেওয়ার পরও অভাবগ্রস্থ হয় না এবং তুমি যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন কর তাদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ কর — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

## ٤٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

### ৪০. অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

١٦٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ

১৬৭৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ধরনের সদ্কাহ উত্তম? তিনি বলেন ঃ যার মালের পরিমাণ কম এবং তা

থেকে কষ্ট করে দান করে এবং তোমার পরিবার-পরিজন, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য তাদেরকে প্রথমে দান কর।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالاً عِنْدِىْ فَقُلْتُ الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قُلْتُ لاَ اُسَابِقُكَ اِلٰى شَىْءٍ اَبَدًا ـ

১৬৭৮। আহমাদ ইব্ন সাহল (র) ... যায়েদ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মাল ছিল। আমি (মনে মনে) বলি ঃ আজ আমি আবু বাক্র (রা)-র চাইতে (দানে) অগ্রগামী হব, যদিও কোন দিন আমি দানে তাঁর অগ্রগামী হতে পারিনি। তাই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বলি, এর সম-পরিমাণ সম্পদ। উমার (রা) বলেন ঃ আর আবু বাক্র (রা) আনলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স)-কে রেখে এসেছি। উমার (রা) বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ আমি ভবিষ্যতে কোন দিন কোন ব্যাপারে অধিক ফযীলতের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব না — (তিরমিযী)।

## ٤١- بَابُ فِىْ فَضْلِ سَقِى الْمَاءِ

### ৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত

١٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعْدًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ قَالَ الْمَاءُ ـ

১৬৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সা'দ ইবন উবাদা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ধরনের সদ্‌কাহ আপনার নিকট প্রিয়? তিনি বলেন ঃ পানি পান করানো।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

১৬৮০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لِاُمِّ سَعْدٍ -

১৬৮১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা উম্মে সা'দ ইন্‌তিকাল করেছেন। কাজেই (তাঁর ঈছালে ছওয়াবের জন্য) কোন্ ধরনের সদ্‌কাহ উত্তম? তিনি বলেন ঃ পানি। অতপর সা'দ (রা) একটি কূপ খনন করেন এবং বলেন, এই কূপের পানি বিতরণের ছাওয়াব উম্মে সা'দের জন্য নির্দ্ধারিত — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنٍ نَا اَبُوْ بَدْرٍ نَا اَبُوْ خَالِدٍ الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ دَالَانَ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسٰى مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ -

১৬৮২। আলী ইব্‌নুল হুসায়েন (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরাবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমী কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে

মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলমান কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে মহামহিম আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের পবিত্র প্রতীকধারী মদ পান করাবেন।

## ٤٢- بَابُ فِي الْمِنْحَةِ

### ৪২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছু ধারস্বরূপ দেওয়া

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِيْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً -

১৬৮৩। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ... আবু কাব্শাহ আস-সালূলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি হল — কাউকে দুগ্ধবতী বকরী দান করা (যার দুধ দ্বারা সে উপকৃত হয়)। যে ব্যক্তি এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটির উপর ছাওয়াবের আশায় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য জেনে আমল করবে, আল্লাহ্ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মুসাদ্দাদের বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, হাসসান বলেন, আমরা দুগ্ধবতী বকরী দান করার বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো গণনা করেছি ঃ সালামের জবাব দান, হাঁচির জবাব দেওয়া, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করা, ইত্যাদি। রাবী বলেন ঃ (এই চল্লিশটি খাস্লতের মধ্যে), আমাদের পক্ষে পনেরটি খাস্লত পর্যন্ত পৌছানোও সম্ভব হয় নাই।

## ٤٣- بَابُ اَجْرِ الْخَازِنِ

### ৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভাণ্ডার রক্ষকের ছাওয়াব সম্পর্কে

١٦٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى نَا اَبُوْ اُسَامَةَ

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْخَازِنَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتّٰى يَدْفَعَهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ـ

১৬৮৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত ভাণ্ডার রক্ষক সেই ব্যক্তি যে নির্দেশ মত পূর্ণ অংশ পবিত্র মনে প্রদান করে — এমনকি যাকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে প্রদান করে — সে দুইজন দান-খয়রাতকারীর একজন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

## ٤٤ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

### ৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করার বর্ণনা

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُ مَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ ـ

১৬৮৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর সম্পদ থেকে ক্ষতির উদ্দেশ্য ব্যতীত কিছু দান করলে-সে ঐ দানের ছাওয়ার প্রাপ্ত হবে, তার স্বামী উপার্জনের জন্য এর বিনিময় পাবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ ছাওয়াব রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কারো ছাওয়াব অন্যের কারণে কম হবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النِّسَاءُ قَامَتْ اِمْرَاَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كَلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُرٰى فِيْهِ وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ

اَمْوَالِهِمْ قَالَ الرَّطْبُ تَاْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرَّطْبُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ -

১৬৮৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার (র) ... সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মহিলারা বায়আত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একজন স্থূলদেহী মহিলাও ছিলেন, সম্ভবত তিনি মুদার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি উঠে বলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! আমরা তো আমাদের পিতা ও সন্তানদের উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমার অত্র হাদীছে "আমাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল" কথা আছে। অতএব তাদের সম্পদে আমাদের জন্য কি বৈধ? তিনি বলেন ঃ তোমরা তাজা খাদ্য আহার কর এবং উপঢৌকন দাও।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, 'তাজা' শব্দটি দ্বারা রুটি, সাকসব্জি ও তাজা খেজুর বুঝানো হয়েছে। আবু দাউদ আরও বলেন, আছ-ছাওরী (রহ) ইউনুসের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ -

১৬৮৭। হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর উপার্জিত সম্পদ হতে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করে- এমতাবস্থায় সে অর্ধেক ছাওয়াবের ভাগী হবে - (বুখারী, আহমাদ)।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْمَرْاَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَّالِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِهِ -

১৬৮৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার আল-মিস্‌রী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাকে এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল— যে তার স্বামীর ঘর হতে দান করে। তিনি বলেন, না, তবে তার নিজের ভরণ-পোষণের অংশ থেকে দান করতে পারে। এর ছাওয়াব উভয়ই প্রাপ্ত হবে। আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা বৈধ নয়।

## ٥٦٩. بَابُ فِىْ صِلَةِ الرَّحِمِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দের অনুগ্রহ প্রদর্শন

١٦٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرٰى رَبَّنَا يَسْاَلُنَا مِنْ اَمْوَالِنَا فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ بِاَرِيْحَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَلَغَنِىْ عَنِ الْاَنْصَارِىِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ ابْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ اِلٰى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيْكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا قَالَ الْاَنْصَارِىُّ بَيْنَ اُبَىٍّ وَ اَبِىْ طَلْحَةَ سِتَّةُ اٰبَاءٍ ـ

১৬৮৯। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এই আয়াত – "তোমরা ততক্ষণ কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মহব্বতের বস্তু খরচ কর" — তখন আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হয় আমাদের রব আমাদের ধনসম্পদ চাচ্ছেন। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার আরীহা নামক স্থানের যমীন তাঁর (আল্লাহ্) জন্য দান করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তাল্হা (রা) তা হাস্সান ইব্ন ছাবিত ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-র মধ্যে বন্টন করে দেন — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ فَعَتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَجْرَكِ اللّٰهُ اَمَا اِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ ـ

১৬৯০। হান্নাদ ইব্নুস সারী (র) ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার একটি ক্রীতাদাসী ছিল, যাকে আমি আযাদ করে দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলে আমি তাঁকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এর সওয়াব দান করুন। কিন্তু যদি তুমি তাকে তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তবে তোমার অধিক সওয়াব হত — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ اَوْ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ ـ

১৬৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য দান কর। অতঃপর সে বলে, আমার নিকট আরো একটি (দীনার) আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার সন্তানদের জন্য দান কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য সদ্কা কর অথবা (স্ত্রী হলে) স্বামীর জন্য সদ্কা কর। সে বলে, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার খাদেমদের জন্য সদ্কা কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি আছে। তিনি বলেন ঃ তুমিই ভালো জান (তা দিয়ে তোমার কি করা উচিৎ) — (নাসাঈ)।

١٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ ـ

১৬৯২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে অথবা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর – সে তাদের অবজ্ঞা করছে — (নাসাঈ, মুসলিম)।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

১৬৯৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ্‌ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, (দুনিয়াতে তার) রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক — সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِىْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ ـ

১৬৯৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমি 'রহমান', আর আত্মীয় সম্পর্ক হল 'রাহেম'। আমি আমার নাম হতে তা বের করেছি। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সংগে সম্পর্ক অটুট রাখে, আমি তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি আমার সম্পর্কও তার সাথে ছিন্ন করি — (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ الرَّوَّادَ اللَّيْثِىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ ـ

১৬৯৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ

১৬৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... যুবায়ের ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَ الْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ـ

১৬৯৭। ইবন কাছীর (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আত্মীয় সম্পর্ক সংযুক্তকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে উপকারের বিনিময়ে উপকার দ্বারা দান করে, বরং সেই ব্যক্তি — যখন আত্মীয়তা ছিন্ন হয়, তখন সে আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্ত করে নেয় — (বুখারী, তিরিমযী)।

## ٤٦- بَابٌ فِى الشُّحِّ

## ৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতার নিন্দা

١٦٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا ـ

১৬৯৮। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেন ঃ তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে — তখন তারা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে — তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে — (নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَتْنِىْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِىْ شَىْءٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ اَفَاُعْطِىْ مِنْهُ قَالَ اَعْطِىْ وَلاَ تُوْكِىْ فَيُوْكٰى عَلَيْكِ -

১৬৯৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আসমা বিন্তে আবু বাক্র (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়ের (তাঁর স্বামী) তাঁর ঘরে যে মাল আনেন তা ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নাই। আমি কি তা হতে দান -খয়রাত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তা হতে দান করবে এবং সম্পদ জমা করবে না। কেননা তুমি তা ধরে রাখলে তোমার রিযিকও স্থগিত করে রাখা হবে - (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَسَاكِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ اَوْ عِدَّةً مِّنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ -

১৭০০। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মিস্কীনদের সংখ্যা গণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ অন্য রাবীর বর্ণনায় আছে — তিনি সদকার পরিমাণ গণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি দান কর এবং তা গণনা কর না। কেননা (যদি তুমি এইরূপ কর) গুণে গুণে প্রাপ্ত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

## কিতাবুয যাকাত সমাপ্ত